দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

জবাবদিহিতা ছাড়াই চলছে জবির প্রশাসনিক কাজকর্ম

সিনেট না থাকায় সিন্ডিকেটই নিয়ন্ত্রণ করছে সবকিছু

ওমর ফারুক : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ফোরাম 'সিনেট' ছাড়াই চলছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম। এতে উল্লেখযোগ্য জবাবদিহিতা ছাড়াই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত সিন্ডিকেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময় উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিষয়টি তুলে ধরেননি। বর্তমান প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সিনেট না থাকায় প্রশাসনের জবাবদিহিতায় রয়েছে ব্যাপক ত্রুটি। অনেক সময় সাবেক ভিসি একক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। জাতীয় সংসদের ২০০৫ সালের ২৮নং আইনের মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ও ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর সরকারী প্রজ্ঞাপন গেজেট হিসেবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ফোরাম 'সিনেট' গঠনের বিধান পাশ কাটিয়ে এ গেজেট প্রকাশ পায়। তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক আয়েশা সিদিন রহমানের খামখেয়ালীপনায় এ বিষয়টি ফুটে ওঠেনি। এমনকি জানানো হয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন নেই। এ সুযোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত 'সিন্ডিকেট' প্রতিষ্ঠানটির যার পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে একটি মহলের চাপে একজন সাংবাদিকের তিন বছরের জন্য ছাত্রত্ব স্থগিত করেছে। পরে অবশ্য তা তুলে নিয়েছেন তারা। এখানেই শেষ হয়নি, এরপর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখির সুবাদে প্রশাসনের কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী মাসুদুজ্জামান এ প্রতিবেদককে বলেন, 'জীবনটা জটিল করো না'। এছাড়াও পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট বিপক্ষে প্রকাশ হলে ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতারা কোনো দেনারসে হুমকি দিচ্ছে। যেন তার প্রতিকার নেই। তবে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট না থাকায় এমনটি হচ্ছে। সিনেট থাকলে সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। তাছাড়া সিন্ডিকেটের বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক হিসাব, বিভিন্ন পদে নিয়োগ, প্রমোশন, আপগ্রেডেশন ও উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছ তদারকির অভাবে প্রশাসন স্বেচ্ছাচারিতায় আশ্রয় নিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া ১৬ সদস্যবিশিষ্ট সিন্ডিকেটের সভার কার্যক্রম সম্পর্কে অনেকেই অবগত নন বলে 'ইনকিলাব'কে জানান। কখন সিন্ডিকেট সভা হয়, কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা পরিষ্কারভাবে প্রশাসন থেকে জানানোও হয় না বলে অভিযোগ আছে। সিন্ডিকেট সভাশেষে সংবাদমাধ্যমকে অনেক লুকোচুরি করে নিজেকে সরিয়েও নিচ্ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত থমকে দাঁড়াতে বসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হয়ে ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের ৩য় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এখনও কোন ফাইনাল পরীক্ষার খবর নেই। এমনকি কোন বিভাগেও একটি ইনকোর্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে কবে নাগাদ হবে তার উত্তর পাওয়াও দায় হয়েছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীরা আর ওই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আশরাফুল নেছার সাথে মুখোমুখি অবস্থা হয়েছে। তবে তিনি শিক্ষার্থীদের জানিয়েছেন, পরীক্ষা হওয়া না হওয়ার ব্যাপারটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল। প্রশাসন আমাদের যা নির্দেশ দেয় আমরা তা পালন করি। তবে ওই বিভাগের শিক্ষার্থী মঞ্জুরুল ইসলাম মানায়, ২য় বর্ষের মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিব কিন্তু এতে সময় নিয়েছে মাত্র ১ মাস। অথচ মাস্টার্সে ইদের বন্ধ রয়েছে। এমনকি অর্থনীতির মত বিষয়ে কোন দিকনির্দেশনা নেই। তবে ফরম ফি নিয়েছে অগ্রিমূল্যে। এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকরা সদুত্তর দিতে পারছে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এখনও পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস তৈরী করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল। এমনকি সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদেরও। এতে অনেক বিভাগ সঠিকভাবে ক্লাস শুরু করতে পারেনি সঠিক সময়ে। কোন কোন বিভাগ শুরু করলেও সিলেবাসের অভাবে থমকে দাঁড়িয়েছিল শিক্ষা কার্যক্রম। নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেক শিক্ষক জানিয়েছেন, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা এ রকম সিদ্ধান্তহীনতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাছাড়া শিক্ষক, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ শিক্ষার্থীসহ সব মহলই মনে করছে, ভিসি নির্বাচন ছাড়াও সিন্ডিকেটের বিভিন্ন সভার কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জবাবদিহিতার জন্যই সিনেট গঠন জরুরী। শিক্ষক পরিষদের আহ্বায়ক জানান, সিনেটের মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি সম্ভব। এছাড়া যা হবে সবই খামখেয়ালীর মধ্য দিয়ে হবে। পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলেও করে করার কিছু থাকবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিনেট গঠন করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি ড. আবু হোসেন ফোনে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংস্কার করা ছাড়া গঠন সম্ভব নয়। প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, তারা অনেক পরে গঠন করেছে।